১৫৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 05.JAN 1997

পৃঃ ৩ কলাম ৮

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে নেপালী ছাত্রদের আগ্রহ বাড়ছে

খায়রুল আনোয়ার, *কাঠমন্ডু থেকে ফিরে*

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের জন্য নেপালী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ক্রমেই আগ্রহ বাড়ছে। এ দেশের সরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোর পাশাপাশি বেসরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেপালী ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করতে চান। বর্তমানে বাংলাদেশে ৮টি বেসরকারী উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৭৪ নেপালী শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছেন। এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এঁরা এখানে উচ্চ শিক্ষা নিতে এসেছেন একটি বেসরকারী কনসালট্যান্সি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সরকারী পর্যায়ে ২৮ নেপালী ছাত্রছাত্রী গত শিক্ষাবর্ষে এখানে আসেন। এঁদের মধ্যে ২৪ শিক্ষার্থী বিভিন্ন সরকারী মেডিক্যাল কলেজ এবং বাকি ৪ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন।

আকাশ পথে মাত্র সোয়া ঘণ্টার পথ এবং উচ্চ শিক্ষার খরচ এখানে বেশ কম বলেই নেপালী ছাত্রছাত্রীরা বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা নিতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। কাঠমন্ডুর কয়েকটি সূত্র এ প্রতিবেদককে জানায়, বাংলাদেশে বেসরকারী ইংরেজী মাধ্যম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হলে বিপুলসংখ্যক নেপালী ছাত্রছাত্রী এখানে আসবেন। এক হিসাব থেকে জানা যায়, প্রতিবছর নেপাল থেকে প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী ইংরেজী মাধ্যমে কলেজ পর্যায়ে লেখাপড়া করতে ভারতে যান। এ ক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি হলে এই ছাত্রছাত্রীদের বিরাট অংশ বাংলাদেশমুখী হবেন বলে সূত্র জানায়। তবে এখানকার দু'টি বিষয়ে নেপালী ছাত্রছাত্রীদের কিছুটা ভীতি রয়েছে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত এভারেস্ট তথা হিমালয়ের দেশের ছাত্রছাত্রীরা বাংলাদেশের ফি বছরের প্রাকৃতিক বিপর্যয় অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড়কে ভয় পায়। আর ভীতি রয়েছে রাজনৈতিক গোলযোগের ব্যাপারে। তবে গত বছর জুন মাসে এখানে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে নেপালী শিক্ষার্থীদের মাঝে আশার সঞ্চার হয়েছে।

ওভারসীজ স্টুডেন্টস কনসালট্যান্ট— এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গত দেড় বছরে ৭৪ নেপালী ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষার জন্য বাংলাদেশে এসেছেন। এঁদের মধ্যে ৩৭ নেপালী শিক্ষার্থী ৩টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৪টি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে ৩২ এবং একটি বেসরকারী ডেন্টাল কলেজে ৫ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছেন। ওভারসীজ স্টুডেন্টস কনসালট্যান্টের পরিচালক হলেন বাংলাদেশের এক যুবক, নাম হোসেন মোঃ জাকির। জনাব জাকির ১৯৯৫ সালের আগস্ট মাস থেকে নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডুতে কার্যক্রম শুরু করেন। নেপাল সরকারের অনুমতি নিয়ে এবং কাঠমন্ডুস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সম্প্রতি নেপাল সফরকালে বাংলাদেশের এ যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়। কাঠমন্ডুর অন্যতম ব্যস্ত এলাকা ত্রিপুরেশ্বরে ওভারসীজ স্টুডেন্টস কনসালট্যান্টের আন্তর্জাতিক কার্যালয়। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত অফিসটি বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী নেপালী শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের আনাগোনায় ব্যস্ত। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যাল কলেজে কবে থেকে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে, ভর্তি ও পড়ার খরচ কত পড়বে ইত্যাদি তথ্য জানার জন্য তাঁরা অফিসটিতে ভিড় জমান। বাংলাদেশের যুবক জাকিরের প্রতিষ্ঠানটি শুধু এখানে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য নেপালী ছাত্রছাত্রী পাঠিয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ওভারসীজ স্টুডেন্টস কনসালট্যান্ট যেসব দেশে নেপালী শিক্ষার্থী পাঠিয়েছেঃ ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, আয়ারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান।

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মোঃ জাকির জনকণ্ঠ প্রতিনিধিকে বলেন, নেপালী ছাত্রছাত্রীরা বাংলাদেশের পর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যে পড়াশোনা করতে বেশি আগ্রহী। ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থীদের বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা, ভিসা ইত্যাদি সবকিছুর দায়িত্ব তাঁর প্রতিষ্ঠানের। নেপালে এ ধরনের আরও ৭টি কোম্পানি আছে বলে তিনি জানালেন। জনাব জাকির দাবি করলেন যে, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানটি এসব কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ভালভাবেই টিকে আছে। তিনি বলেন, নেপালে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সীমিত। তাই আর্থিক সঙ্গতি আছে এমন বিরাটসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভারত, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পড়তে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতি নেপালী ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ কিছুটা বেশি। এর কারণ হচ্ছে এখানে পড়ার খরচ বেশ কম, বাংলাদেশের সহপাঠী ছাত্রছাত্রী তথা সাধারণ মানুষের আন্তরিক ব্যবহার এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে খুব কাছের দেশ। জনাব জাকির আরও বললেন, নেপালে কলেজ পর্যায়েও শিক্ষার সুযোগ কম বলে প্রতিবছর হাজার হাজার নেপালী ছাত্রছাত্রী ভারতে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বেসরকারী পর্যায়ে ইংরেজী মাধ্যমের কলেজ প্রতিষ্ঠা করা গেলে বিরাটসংখ্যক নেপালী শিক্ষার্থী এখানে পড়তে আসবে বলেও তিনি জানান।

কাঠমন্ডুতে বাংলাদেশ দূতাবাসের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রেস কনসুলার এএসএম নেয়ামতউল্লাহ জনকণ্ঠকে বলেন, বাংলাদেশে পড়াশোনার ব্যাপারে নেপালী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় পর্যায়ে তারা বাংলাদেশে যেতে চায়। আগামীতে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য নেপালী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়বে বলে তিনি জানান।